ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

সূচিপত্র

- জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা
- গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশন ও সভাপতি
- সম্পূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশন ও সভাপতি
- অধিবেশন সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য
- কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী
- পাকিস্তান প্রস্তাব
- কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে কী নীতি গৃহীত হয়
- জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত
- জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

- 1885 সালের 28 ডিসেম্বর অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম দ্বারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়।
- প্রথম অধিবেশন মুম্বাইতে (বোম্বাইতে) গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের সভাগৃহে বসে।
- বোম্বাইতে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে 72 জন প্রতিনিধি নিয়ে 1885 খ্রিস্টাব্দের 28-31শে ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন বসে।
- প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র (ডব্লু সি) বন্দ্যোপাধ্যায়।
- সারা ভারত থেকে 72 জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
- এইসময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ডাফরিন।
- জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ প্রশাসনের অধীনে স্থানীয় শাসনে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের অধিকার অর্জন।

গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশন ও সভাপতি

সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশনগুলির একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এইগুলি সাধারণত বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়:

- **1885 (প্রথম অধিবেশন):** বোম্বাই - উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
    - (ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়)
- **1887 (তৃতীয় অধিবেশন):** মাদ্রাজ - বদরুদ্দিন তৈয়াবজি
    - (প্রথম মুসলিম সভাপতি)
- **1888 (চতুর্থ অধিবেশন):** এলাহাবাদ - জর্জ ইয়ূল

- (প্রথম ইংরেজ সভাপতি)

- **1896:** কলকাতা - রহিমতুল্লা এম. সাহানি
  - ('বন্দেমাতরম' গানটি প্রথম এই অধিবেশনে গাওয়া হয়)
- **1905:** বেনারস - গোপালকৃষ্ণ গোখলে
  - (স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব এবং নরমপন্থী যুগের অবসান)
- **1906:** কলকাতা - দাদাভাই নৌরজি
  - (প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়)
- **1907:** সুরাট - রাসবিহারী বসু
  - (কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়)
- **1911:** কলকাতা - বিষাণ নারায়ণ ধর
  - ('জনগণমন' গানটি প্রথম এই অধিবেশনে গাওয়া হয়)
- **1916:** লক্ষ্ণৌ - অম্বিকাচরণ মজুমদার
  - (নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পুনর্মিলন এবং মুসলিম লিগের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চুক্তি)
- **1917:** কলকাতা - অ্যানি বেসান্ত
  - (প্রথম বিদেশি মহিলা সভাপতি)
- **1920 (বিশেষ অধিবেশন):** কলকাতা - লালা লাজপত রাই
  - (মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব)
- **1924:** বেলগাঁও - মহাত্মা গান্ধি
  - (একমাত্র অধিবেশন যেখানে মহাত্মা গান্ধি সভাপতিত্ব করেন)

- **1925:** কানপুর - সরোজিনী নাইডু
    - (প্রথম ভারতীয় মহিলা সভাপতি)
- **1927:** মাদ্রাজ - ড. মুক্তার আহমেদ আনসারি
    - (প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়)
- **1929:** লাহোর - জওহরলাল নেহরু
    - ('পূর্ণ স্বরাজ' বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়)
- **1931:** করাচি - সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
    - (মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রস্তাব গৃহীত হয়)
- **1938:** হরিপুরা - সুভাষচন্দ্র বসু
    - (সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমবার সভাপতি নির্বাচিত হন)
- **1939:** ত্রিপুরি - ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
    - (সুভাষচন্দ্র বসু পুনর্নির্বাচিত হন, কিন্তু গান্ধিজির সঙ্গে মতবিরোধে ইস্তফা দেন। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি হন)
- **1940-46:** রামগড় - মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
    - (সবচেয়ে বেশি সময় ধরে সভাপতি ছিলেন)
- **1947:** মীরাট - আচার্য জে বি কৃপালিনী
    - (ভারতের স্বাধীনতার সময় ইনি সভাপতি ছিলেন)

সম্পূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশন ও সভাপতি

- **1885 (প্রথম):** বোম্বাই, মহারাষ্ট্র - উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- **1886 (দ্বিতীয়):** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - দাদাভাই নৌরজি
- **1887 (তৃতীয়):** মাদ্রাজ - বদরুদ্দিন তৈয়াবজি (প্রথম মুসলিম সভাপতি)
- **1888 (চতুর্থ):** এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ - জর্জ ইয়ূল (প্রথম ইংরেজ সভাপতি)
- **1889 (পঞ্চম):** বোম্বাই - উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন
- **1890 (ষষ্ঠ):** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা
- **1891 (সপ্তম):** নাগপুর, মহারাষ্ট্র - পি আনন্দ চালু
- **1892 (অষ্টম):** এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ - উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- **1893 (নবম):** লাহোর, পাকিস্তান - দাদাভাই নৌরজি
- **1894:** মাদ্রাজ - অ্যালফ্রেড ওয়েব
- **1895 (একাদশ):** পুনা, মহারাষ্ট্র - সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- **1896:** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - রহিমতুল্লা এম. সাহানি
- **1897 (13-তম):** অমরাবতী, মহারাষ্ট্র - সি. শঙ্করণ নায়ার

- **1898 (14-তম):** মাদ্রাজ - আনন্দমোহন বসু
- **1899 (15-তম):** লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ - রমেশ চন্দ্র দত্ত
- **1900 (16-তম):** লাহোর, পাকিস্তান - এন. জি. চন্দ্রভারকার
- **1901 (17-তম):** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - দীন শ এডুলজি ওয়াচা
- **1902 (18-তম):** আহমেদাবাদ, গুজরাট - সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- **1903 (19-তম):** মাদ্রাজ - লালমোহন ঘোষ
- **1904 (20-তম):** বোম্বে, মহারাষ্ট্র - হেনরি কটন
- **1905 (21-তম):** বেনারস, উত্তরপ্রদেশ - গোপালকৃষ্ণ গোখলে
- **1906 (22-তম):** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - দাদাভাই নৌরজি
- **1907 (23-তম):** সুরাট, গুজরাট - রাসবিহারী বসু
- **1909 (25-তম):** লাহোর - মদনমোহন মালব্য
- **1911 (27-তম):** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - বিষাণ নারায়ণ ধর
- **1914 (30-তম):** মাদ্রাজ - ভূপেন্দ্র নাথ বোস
- **1916 (32-তম):** লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ - অম্বিকাচরণ মজুমদার
- **1917 (33-তম):** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - অ্যানি বেসান্ত (প্রথম বিদেশি মহিলা)
- **1918 (34-তম):** দিল্লি - মদন মোহন মালব্য
- **1918 (35-তম বিশেষ অধিবেশন):** বোম্বাই - সৈয়দ হাসান ইমাম-এর সভাপতিত্বে
- **1919 (36-তম):** অমৃতসর, পাঞ্জাব - মতিলাল নেহরু
- **1920 (37-তম বিশেষ অধিবেশন):** কলকাতা - লালা লাজপত রাই-এর সভাপতিত্বে

- **1920 (38-তম):** নাগপুর, মহারাষ্ট্র - সি. বিজয়ার্ঘভচারিয়া
- **1922 (40-তম):** গয়া, উত্তরপ্রদেশ - চিত্তরঞ্জন দাশ
- **1923 (41-তম):** কাকিনাড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ - মহম্মদ আলি জহুর
- **1923 (42-তম):** দিল্লি (বিশেষ অধিবেশন) - আবুল কালাম আজাদ
- **1924 (43-তম):** বেলগাঁও, মহারাষ্ট্র - মহাত্মা গান্ধি
- **1925 (44-তম):** কানপুর, উত্তরপ্রদেশ - সরোজিনী নাইডু (প্রথম ভারতীয় মহিলা)
- **1927 (46-তম):** মাদ্রাজ - ড. মুক্তার আহমেদ আনসারি
- **1928 (47-তম):** কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - মতিলাল নেহরু
- **1929, 30 (48-তম):** লাহোর, পাকিস্তান - জওহরলাল নেহরু (পূর্ণ স্বরাজ)
- **1931 (49-তম):** করাচি, পাকিস্তান - সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
- **1932 (50-তম):** দিল্লি - মদন মোহন মালব্য
- **1934, 35 (52-তম):** বোম্বাই, মহারাষ্ট্র - ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
- **1936 (53-তম):** লক্ষ্ণৌ - জওহরলাল নেহরু
- **1937 (54-তম):** ফৈজপুর, মহারাষ্ট্র - জওহরলাল নেহরু
- **1938 (55-তম):** হরিপুরা, গুজরাট - সুভাষচন্দ্র বসু
- **1939 (56-তম):** ত্রিপুরি, মধ্যপ্রদেশ - ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
    - *দ্রষ্টব্য:* এই অধিবেশনে গান্ধিজির সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েও ইস্তফা দেন । তাঁর জায়গায় ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি মনোনীত হন ।
- **1940-46 (57-তম):** রামগড়, ঝাড়খন্ড - মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

- *দ্রষ্টব্য:* এই সাত বছর (1940-46) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব করেন ।

- **1947 (58-তম):** মীরাট, উত্তরপ্রদেশ - আচার্য জে বি কৃপালিনী
- **1948, 49 (59-তম):** জয়পুর, রাজস্থান - পট্টভি সীতারামাইয়া
- **2019 (88-তম):** দিল্লি - সনিয়া গান্ধি

অধিবেশন সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য

- গান্ধিজির সঙ্গে মতবিরোধের জেরে 1939 সালে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরি কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েও সুভাষচন্দ্র বসু ঐ পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর স্থলে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি মনোনীত হন।
- ব্রিটিশ ভারতের কংগ্রেসের মুখপাত্র ছিল ' এজ'।
- 1940-46 এই সাত বছর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব করেন।
- 1907 সালে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।
- ব্রিটিশদের কাছে দাবি আদায়ের জন্য অবেদন নিবেদন নীতিকে ভিক্ষাবৃত্তি বলে চিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল চরমপন্থীদের মূল লক্ষ্য।
- একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে সামিল করাও তাদের উদ্দেশ্য।
- 1885-1905 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী পর্ব বলা হয়।
- 1905-1919 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী পর্ব বলা হয়।

কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী

- কংগ্রেসের নরমপন্থীরা: সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ফিরোজশাহ মেহেতা, দাদাভাই নৌরজি, আনন্দমোহন বসু, রমেশ দত্ত, মদনমোহন মালব্য, আনন্দ বসু, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ।
- নরমপন্থীদের মুখপাত্র ছিল 'লিডার'।
- 1885-1905 পর্যন্ত সময়কে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী পর্ব বলে।
- কংগ্রেসের চরমপন্থীরা: বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, অশ্বিনী কুমার দত্ত, যাত্রামোহন সেন, আব্দুল রসল, লিয়াকত হোসেন, আব্দুল হালিম গজনবি প্রমুখ।

পাকিস্তান প্রস্তাব

- 1940 সালের 22-24 মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের অধিবেশনে' প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়, যাতে বলা হয় মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দিতে হবে।
- 22 মার্চ প্রথম এই প্রস্তাব করেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক।
- 23 মার্চ এই প্রস্তাব পাশ হয় বলে এবং স্বাধীনতার পর 1956 সালের এই দিনে সংবিধান গৃহীত হয়, তাই দিনটি প্রতিবছর পাকিস্তানে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে কী নীতি গৃহীত হয়

- 1885: কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।
- 1896: কলকাতা অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম' গানটি প্রথম গীত হয়। এটি প্রথম গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উল্লেখ্য 'বন্দেমাতরম্' গানটিও প্রথম তিনি গেয়েছিলেন।

- 1904: বম্বে অধিবেশনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি।
- 1905: বেনারস অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব প্রস্তাব দেওয়া হয়। কংগ্রেসের আদিপর্ব বা নরমপন্থী যুগ শেষ হয়ে চরমপন্থী যুগ শুরু হয়।
- 1906: কলকাতা অধিবেশনে প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটির উচ্চারণ, স্বদেশি বয়কট।
- 1907: সুরাট কংগ্রেসে প্রথম নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদে কংগ্রেস ভেঙ্গে যায়। অধিবেশনে চরমপন্থীরা দাবি তোলেন যে বিক্ষোভ, বনধ ও বয়কট আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িতে দিতে হবে। অন্যদিকে নরমপন্থীরা বলেন বয়কট যেন শুধুমাত্র বাংলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং আমদানি করা পণ্য ছাড়া সবকিছুকে বয়কটের আওতার বাইরে রাখা হোক। ফলে কংগ্রেসের ভাঙন ও চরমপন্থীদের কংগ্রেস পরিত্যাগ।
- 1911: 27 ডিসেম্বর কলকাতা অধিবেশনে প্রথম 'জনগণমন' গানটি প্রথম গীত হয়। প্রথম গানটি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- 1916: লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পুনর্মিলন হয়। মুসলিম লিগের সঙ্গে যৌথ অধিবেশন হয়। এতে স্থির হয় প্রাদেশিক আইনসভায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। মহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েরই সদস্য ছিলেন।
- 1920: কলকাতায় লালা লাজপত রাইয়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা। প্রথম স্বরাজ-এর দাবি উত্থাপন। এই সময় থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত কংগ্রেসে 'গান্ধী যুগ'।
- 1922: গয়া অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধি চৌরীচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।
- 1923: কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু 'কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ দল' গঠন করেন।
- 1927: মাদ্রাজ অধিবেশনে প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব।

- 1929: লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছিল এবং জনগণকে 1930 সালের 26 জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। 31 ডিসেম্বর লাহোরের ইরাবতী নদীর তীরে জওহরলাল নেহরু ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে লবণ আইন অমান্য করার কর্মসূচি গৃহীত হয়।
- 1931: করাচী অধিবেশনে সীমান্ত গান্ধির (খান আবদুল গফুর খান) কংগ্রেসে যোগদান। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রস্তাব (যার মাধ্যমে পার্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হবে) এই অধিবেশনে গৃহীত হয়।
- 1934: বোম্বে অধিবেশনে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী (বামপন্থী) দল গঠিত হয়। গঠন করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ (সাধারণ সম্পাদক), রাম মনোহর লোহিয়া, আচার্য নরেন্দ্র দেব (সভাপতি), মিনু মাসানি।
- 1942: 14 জুলাই মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি পাশ হয় এবং 4 আগস্ট বোম্বে অধিবেশনে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাবটি পাশ হয়। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত

- কংগ্রেসের অধিবেশন ছিল তিনদিনের তামাশা - অশ্বিনী কুমার দত্ত।
- কংগ্রেস সম্মেলন হল বাৎসরিক তামাশা - ড. অনিল শীল।
- বাঙালী সংগঠন, বাবুশ্রেণির সংগঠন, বালকসুলভ সংগঠন - লর্ড ডাফরিন।
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের এক আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘিষ্ট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে - লর্ড ডাফরিন।
- কংগ্রেসের শাসন হিন্দু শাসনের নামান্তর - মহম্মদ আলি জিন্নাহ।
- কংগ্রেস আন্দোলন অস্ত্রবিহীন গৃহযুদ্ধ - স্যার সৈয়দ আহমেদ খান।

Utkarsh Coaching